নাগরিক সেবা বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের কাছে সরকারি সেবা মানেই ছিল দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিত প্রতীক্ষা, ফাইল হাতে এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে ছোটা, নথিপত্রে ভুল-ত্রুটি হলে আবারও ঘুরে আসা এবং শেষে দালালের ফাঁদে পড়া।

এই অভিজ্ঞতা শুধু হতাশাজনকই নয় বরং সময় ও অর্থেরও অপচয় ঘটাতো। অনেকেই তাই প্রয়োজনীয় সেবা নিতে গিয়েও মাঝপথে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিতেন। কিন্তু এই পুরোনো বাস্তবতার পরিবর্তনে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে ‘নাগরিক সেবা বাংলাদেশ’ নামের একটি উদ্যোগের মাধ্যমে। এটি একটি ওয়ান স্টপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যেখানে এক ঠিকানা থেকে বহু ধরনের সরকারি সেবা নেওয়া যাবে। নাগরিক আর ফাইল হাতে অফিসে ছুটে বেড়াতে হবে না, বরং অনলাইনে কয়েকটি ধাপে আবেদন জমা দিয়ে কাজের অগ্রগতি সহজেই ট্র্যাক করা যাবে। সময়, খরচ ও হয়রানি কমিয়ে সুশাসনের নতুন মানদণ্ড তৈরি করাই এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২৬ মে ২০২৫ সালে। রাজধানীতে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি ঘোষণা দেন দালালের দৌরাত্ম্য কমানো, হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করা এবং এক জায়গায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার। তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিশ্রুতিই ছিল না, বরং একটি কাঠামোগত সংস্কারের ইঙ্গিত বহন করছিল। শুরুর দিকেই ঢাকার গুলশান, উত্তরা ও নীলক্ষেতে তিনটি নাগরিক সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে এই কেন্দ্রগুলো। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তারা দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রতিটি কেন্দ্রে সরকার নির্ধারিত ফি তালিকা উন্মুক্তভাবে ঝুলানো আছে। ফলে নাগরিকরা আগেই বুঝে নিতে পারেন কোন সেবার জন্য কত খরচ হবে। তথ্য সুরক্ষার জন্য উদ্যোক্তাদের নন-ডিসক্লোজার চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে, যাতে নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ থাকে।

তবে নাগরিক সেবা কেবল একটি ফ্রন্ট ডেস্ক নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ইকোসিস্টেম। এখানে একক সার্ভিস পোর্টাল ও সুপার অ্যাপ থাকবে, থাকবে বিলিং অ্যাগ্রিগেটর ও পেমেন্ট গেটওয়ে। প্রতিটি আবেদনের জন্য স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং নম্বর দেওয়া হবে, ফলে একজন

সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, যদি ডেটা সুরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা, মান নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহি যথাযথভাবে নিশ্চিত করা যায়, তবে এই উদ্যোগ বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ভেঙে দিতে সক্ষম হবে। সরকারি সেবা নিতে নাগরিকদের আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, দালালের উপর নির্ভর করতে হবে না কিংবা হতাশাজনক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হবে না। নাগরিক সেবা বাংলাদেশ তাই শুধু একটি প্রযুক্তি প্রকল্প নয়, বরং এটি নাগরিক সেবা সংস্কৃতিতে এক নতুন যুগের সূচনা। মানুষের আস্থা তৈরি হলে এই আস্থাই হবে উদ্যোগটির দীর্ঘমেয়াদি শক্তি।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার

সাকিবের রেকর্ড কেড়ে নেওয়ার অপেক্ষায় লিটন

এশিয়া কাপে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দলটার বিপক্ষে কঠিন এক পরীক্ষা অপেক্ষা করছে দলের জন্য। তবে এই ম্যাচে বাড়তি নজর লিটন দাসের ওপরও থাকবে। দারুণ ছন্দে থাকা লিটন যে আজ সাকিব আল হাসানের রেকর্ড কেড়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছেন!

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লিটনের পারফর্ম্যান্সের ইতিহাস অবশ্য তার ক্যারিয়ার গড় মেনেই এগিয়েছে। তবে দলটার বিপক্ষে এই লড়াই তার মনে বাড়তি সুখস্মৃতি দিতে পারে এই কারণে যে, এই দলের বিপক্ষেই যে সঞ্জীবনী সুধার দেখা পেয়েছিলেন লিটন।

পূর্ণ মেয়াদে অধিনায়কত্ব পেয়ে দল জয় পাচ্ছিল না, তার ব্যাটও হাসছিল না। একেবারে যে হাসছিল না, তা নয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে একটা চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংস ছিল, কিন্তু তাতে তার অ্যাপ্রোচ আর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছিল। তার সঙ্গে পরের ইনিংসেই মুখ থুবড়ে পড়া জানান দিচ্ছিল, তিনি ঠিক ছন্দে ফেরেননি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ইনিংসটা সেসব দোষে দুষ্ট ছিল না, তবে তাতেও দলও খুব একটা উপকৃত হয়নি, আমিরাত ম্যাচের মতো হারই জুটেছে কপালে।

লিটনের সেই বিধ্বংসী রূপের দেখা মিলল শ্রীলঙ্কার মাটিতে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৬ রানের একটা ইনিংস খেললেন ৫০ বল খেলে। বাংলাদেশও ৬ ম্যাচের জয়খরা কাটাল ওই রাতেই। সে রাতেই হয়তো লিটন অনুচ্চারে বলে উঠলেন, ‘আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ’! হয়তো বাংলাদেশও!

এরপর পাকিস্তান সিরিজটা ভালো কাটেনি লিটনের, তবে তখন মিরপুরের ওই উইকেট নিয়ে আলোচনাও কিন্তু কম হয়নি! সিলেটে পা রাখতেই অন্য লিটনের দেখা মিলল। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে করলেন ৫৪*, ১৮* আর ৭৩।

সেটা টেনে নিয়ে এলেন এশিয়া কাপেও। দল যখন হংকংয়ের বিপক্ষে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল, ঠিক তখন ৩৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংস খেললেন। দলকে জয়ের খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে তবেই ফিরলেন। এই সবকিছুর শুরু যে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলে হয়েছিল, সেই শ্রীলঙ্কার সামনেই আজ লিটন। এই ম্যাচের আগে তাই তার ওপরই নজর সবার।

লিটন চলতি বছরে দারুণ ছন্দে আছেন, সেটা বুঝতেই পারছেন। ২০২৫ সালে তিনি রান করেছেন ৪৭৬, স্ট্রাইক রেটটাও বেশ ভালো, ১৩৬.১৭। টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর ভেতরে তার চেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টি রান নেই আর কারও। শেষ চার ইনিংসে তার ছন্দটা আরও ভালো চোখে পড়ছে। এই সময়ে তিনি একবারও পঞ্চাশের আগে আউট হননি।

আজও যদি ধারাটা ধরে রাখতে পারেন, তাহলে একটা রেকর্ড অপেক্ষা করছে তার জন্য। বর্তমানে তার রান ২৪৯৬। আর মাত্র ৫৬ রান করলে তিনি ভেঙে দেবেন সাকিব আল হাসানের এক রেকর্ড। এখন পর্যন্ত ২৫৫১ রান নিয়ে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি রান সাকিবের। ছন্দ ধরে রাখতে পারলে সে রেকর্ডটা আজই ভেঙে দিতে পারেন লিটন।

শেষ কিছু দিনে তিনি বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডই বনে গেছেন। তিনি রান করছেন মানেই যেন বাংলাদেশ হাসছে। সেই তিনি আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সাকিবের রেকর্ডটা ভাঙুন আর নাই ভাঙুন, তার কাছে নিশ্চয়ই বড় কিছুর আশা নিয়ে বসে থাকবে দল, তা একরকম নিশ্চিত।

ভালুকায় যাত্রীবাহী দুই বাসের সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১০

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় যাত্রীবাহী দুই বাসের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। হতাহতদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

শনিবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার ভরাডোবা তাসরিফ কটন মিলের সামনে ময়মনসিংহগামী রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ভালুকা মডেল থানার ওসি হুমায়ুন কবির।

তবে নিহতদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, দুর্ঘটনার পর নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে প্রথমে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে গুরুতর আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর পুলিশ বাস দুটি জব্দ করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

মানব সভ্যতাকে যে রোগগুলো হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে, প্রাণঘাতী এইডস তার মধ্যে অন্যতম। এটি একটি নীরব ঘাতক। এ রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। তখন যেকোনো সংক্রামক জীবাণু সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে,

কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। যশোর সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। ভারত থেকে মানুষের অবাধ যাতায়াত, মাদক সেবন ও পাচার, যৌনপল্লির উপস্থিতি এবং নিরাপদ যৌন আচরণের অভাব সংক্রমণ বাড়াচ্ছে। এ ভাইরাস রোগীর দেহ থেকে অন্যের শরীরে ছড়ায় রক্ত ও বীর্যের মাধ্যমে। বীর্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় বলেই এই রোগকে ‘সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ’ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে হলো ঘন ঘন জ্বর হওয়া ও এক-দেড় মাস ধরে একটানা জ্বর। জ্বরের সঙ্গে গলায় অস্বাভাবিক ব্যথা হয়। খাবার খেতে ও গলা দিয়ে নামতে সমস্যা হয়। প্রায় ৮৮ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই গলায় র্যাশ দেখা দেয়। তীব্র প্রদাহ হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ঘাম। ঘুমের মধ্যেও তীব্র ঘাম হয়। শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে বলে অল্পতেই বমি ভাব ও পেটের সমস্যা দেখা যায়।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৪ হাজারেরও বেশি এইচআইভি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন, যার মধ্যে শনাক্তকৃত সংখ্যা তুলনামূলক কম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রকৃত সংখ্যা এর দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। এইডস এখন নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তা ধীরে ধীরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এই মরণব্যাধি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক সংক্রমণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ইনজেকশনের সুচ ব্যবহার বিশেষত মাদকসেবীদের মধ্যে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। অভিবাসী শ্রমিক বা বিদেশফেরত কর্মীরা সচেতনতার অভাবে পরিবারে ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক লজ্জা ও কুসংস্কারের ভয়ে পরীক্ষা ও চিকিৎসা নিতে মানুষ পিছপা হচ্ছেন।

এইডস একটি প্রাণঘাতী রোগ হলেও, সময়মতো চিকিৎসা ও সচেতনতার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আধুনিক কিছু ওষুধে রোগীর জীবন কিছুদিন বাড়ানো গেলেও সেসব চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেও মধ্যবিত্তের আয়ত্তে নেই। সরকার বিভিন্ন জেলায় ভলান্টারি কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার (VCT) চালু করেছে। এইডস আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে ১৩টি হাসপাতালে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু রয়েছে। এর মধ্যে যশোর একটি। যশোরে এইচআইভি পজিটিভ শতাধিক মানুষ রয়েছে। বর্তমানে যশোর সদর হাসপাতালের এআরটি সেন্টারে ২২০ জন এইচআইভি রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাদের মধ্যে যশোর ছাড়াও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলার

সংকেত। এইডস প্রতিকারের ব্যবস্থা যেহেতু এখনো অজ্ঞাত, সেহেতু প্রতিরোধই হবে এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শুধু অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই সচেতন করতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। গণমাধ্যম, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরও বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এইডস নির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে। এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতাই এখন মুখ্য বিষয়। তাই এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কার্যকর পদক্ষেপ।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর

রাজবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত

রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় রজব আলী (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলার মওরাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রজব কালুখালী ঘাটোরা ঘাট গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে।

পাংশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন জানান, রজব মোটরসাইকেল করে পাংশা থেকে বাগদুলির দিকে যাচ্ছিল। এ সময় একটি বালু বোঝাই ট্রাক তার মোটরসাইকেলটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে পাংশায় থানায় মামলা এবং ট্রাক চালক ও হেলপারকে আটক

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে যাচ্ছে ১২০০ টন ইলিশ

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ১ হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখার উপসচিব এস এইচ এম মাগফুরুল হাসান আব্বাসী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, প্রতিবছরের মতো চলতি বছরও দুর্গাপূজা উপলক্ষে এক হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানির জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগ্রহী রপ্তানিকারকদের আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের (বিকেল ৫টা) মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে হার্ডকপিতে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট দলিল দাখিল করতে হবে। প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ১২.৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

এরই মধ্যে যারা আহ্বান ছাড়াই আবেদন করেছেন তাদেরও নতুনভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এর আগে গত বছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৩ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

তবে পরে সেটির পরিমাণ ২ হাজার ৪২০ টন করা হয়েছিল।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

# [redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

# [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

লেখক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ বদরুদ্দীন উমর আর নেই

লেখক, গবেষক, ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং প্রবীণ রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর মারা গেছেন।

আজ রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম লালা রাইজিংবিডিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘‘আজ অসুস্থ অবস্থায় বাসা থেকে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে আনার পর সকালে তিনি মারা গেছেন। বিস্তারিত আমরা পরে জানাতে পারব।’’

বদরুদ্দীন উমর ১৯৩১ সালে ২০ ডিসেম্বর ভারতের বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আবুল হাশিম ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। পণ্ডিত পিতার সাহচর্য পেয়েছেন বদরুদ্দীন উমর। তার পরিবার ও বংশের সদস্যরা কমবেশি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।বিশেষত, কমিউনিস্ট পার্টিতে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন অনেকে। জ্ঞানেগুণে সুবিস্তৃত ছিল তার পরিবার। মেধা মনন প্রজ্ঞার সঙ্গে তৈরি হয় উন্নত রুচিবোধ।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করার আগেই ১৯৫৪ সালে দর্শন বিভাগে অস্থায়ীভাবে শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে এমএ পাস করার পরের বছর চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে এবং ১৯৫৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি এই তিন বিষয়ে অনার্স ডিগ্ৰী অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তিনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগেরও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

ষাটের দশকে প্রকাশিত তার তিনটি বই সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সংকট (১৯৬৭) ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৯) তত্ত্বকালে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় পাকিস্তান সরকারের সাথে তার

বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং তিনি নিজেই ১৯৬৮ সালে অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে সরাসরি রাজনীতি ও সার্বক্ষণিক লেখালেখিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

এই বুদ্ধিজীবী জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন বাংলা ও বাঙালি সমাজ চিন্তা নিয়ে। সমৃদ্ধ পরিবারিক রাজনৈতিক আবহে এবং দীর্ঘ পঠন-পাঠন থেকে ধীরে ধীরে তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী হিসেব আত্মপ্রকাশ করেন। এ ছাড়া বদরউদ্দিন উমর বাংলাদেশের একজন শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হয়ে ওঠেন।

বদরুদ্দীন উমর বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ইতিহাস কাউন্সিল ও ফিলিপ্স পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।